যুগান্তর

তারিখ ... 7 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

ভর্তিতে গলাকাটা ফি ও অননুমোদিত সহায়ক বই অন্তর্ভুক্ত

রাজধানীতে সরকারি-বেসরকারি ২০ স্কুল কালো তালিকাভুক্ত

মুসতাক আহমদ

রাজধানীর ২০টি সরকারি ও বেসরকারি স্কুলকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে সরকার। আরও ৫৪টি স্কুল রয়েছে নজরদারিতে। ওইসব প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তালিকায়। এসব প্রতিষ্ঠান ভর্তির নামে অতিরিক্ত ফি ও ডোনেশন আদায় করছে। সেই সঙ্গে অননুমোদিত সহায়ক বই পাঠ্যভুক্ত করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই ভর্তিতে সব ধরনের খাত মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৫ হাজার এবং সরকারি স্কুলগুলো ৭৬০ টাকার বেশি নিতে পারবে না। কিন্তু সরকারের এই নির্দেশ মানছে না কেউই। [illegible] যে মোট ৭৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মধ্যে ২৪টি সরকারি এবং বাকি ৫০টি বেসরকারি স্কুল। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ব্যাপক হারে অভিযোগ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরেজমিন তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় স্কুলগুলোকে শোকজ এবং ভর্তিকালীন অর্থ গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জবা দেয়ার জন্য পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্র নিশ্চিত করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ জানান, তারা সারাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকেই চিহ্নিত করছেন। এ [illegible]

স্কুল : কালো তালিকাভুক্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে ঢাকা শহরের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কয়েকটি টিম এবং ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা করছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসাররা। তিনি বলেন, চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানকে শোকজ, এমপিও স্থগিত এমনকি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবল ভর্তিতে গলাকাটা ফি-ডোনেশন আদায়ের পাশাপাশি সহায়ক বই পাঠ্যভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রকাশক এবং লাইব্রেরিগুলো থেকে কমিশন খাওয়া এবং স্কুল ড্রেস, ডায়েরি-ক্যালেন্ডার বিক্রি ইত্যাদিতে 'ডাকাতি' করার অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে। এ ছাড়া এসব স্কুলে শিক্ষকদের একাধিক সংঘবদ্ধ চক্রের সন্ধান মিলেছে, যারা ছাত্রছাত্রী ভর্তির নামে কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের সমন্বয়ে গড়া এসব চক্রের বিরুদ্ধে অভিভাবকরা পর্যন্ত কিছু বলতে পারেন না। বিশেষ করে অনেকে নব্য আওয়ামী লীগ সেজে এই অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বৈঠকের একটি সূত্র জানায়, তারা উদয়ন বিদ্যালয়ে গত বছর বায়তুল মোকাররমের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কন্যাকে ভর্তি করিয়ে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়। নিঃসন্তান জনৈক শিক্ষক তার সন্তানের কোটায় ওই মেয়েকে ভর্তি করেন অধ্যক্ষের যোগসাজশে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গোপন তদন্তে এ বিষয়টি ধরা পড়েছে। যাত্রাবাড়ীর উত্তর দনিয়া আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বাজার থেকে বোর্ড বই কেনার জন্য অখ্যাত লেখক ও প্রকাশনীর বই কিনতে প্রধান শিক্ষক স্বয়ং অফিস আদেশ জারি করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা স্কুল থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ড্রেস এবং শীতের পোশাক ও নির্দিষ্ট লাইব্রেরি থেকে নির্দিষ্ট বই কেনার নির্দেশ দিয়েছেন। বই কেনা বাবদ অষ্টম শ্রেণীতে ২ হাজার টাকা নেয়ার ঘটনা রয়েছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের নবম শ্রেণীতে এনসিটিবি কর্মকর্তা রতন সিদ্দিকীর লেখা ৩৫০ টাকা দামের 'প্রগতি মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা' কেনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কালো তালিকাভুক্ত ২০টির মধ্যে ৬টিই সরকারি স্কুল রয়েছে, বাকিগুলো বেসরকারি। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে— ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, বিসিআইসি স্কুল ও কলেজ, এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ফজলুর রহমান ন্যাশনাল আইডিয়াল ইন্সটিটিউট, মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজ, শেরেবাংলানগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলানগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইন্সটিটিউট, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, বনফুল আদিবাসী গ্রীন হার্ট কলেজ, কাফরুল উচ্চ বিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্য একটি স্কুল।

ভর্তি মৌসুমে নামে-বেনামে গলাকাটা ফি আদায়ের ঘটনা ক্যান্সারের আকার ধারণ করায় গত বছরই সরকার সর্বোচ্চ ফি নির্ধারণ করে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এ ছাড়া অভিযুক্ত স্কুল ও মাদ্রাসার তালিকা করারও ঘোষণা দেয়। কিন্তু দুর্নীতিবাজ কতিপয় ব্যক্তির কারণে গত বছরের ওই সরকারি হুমকি-ধমকি 'অসারের তর্জন গর্জন'র মতোই ছিল। যে কারণে জনগণের ভোগান্তি গত বছরও যেমন হ্রাস করা সম্ভব হয়নি, সরকারের সংশ্লিষ্টদের 'ম্যানেজ' করে পার পাওয়ার মানসে এবারও সেই একই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভুক্তভোগীরা জানান, কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়টি সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাড্ডা এলাকা থেকে টেলিফোনে একজন অভিভাবক যুগান্তরকে জানান, খিলগাঁও থানার মেরাদিয়া হাটের ফজলুর রহমান ন্যাশনাল আইডিয়াল ইন্সটিটিউটে প্রথম শ্রেণীতে ১৫ হাজার ৫০০ টাকা নেয়া হচ্ছে। এর বাইরে উন্নয়ন ফির নামে ২০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্কুলটির বিরুদ্ধে গত বছরও ভর্তিতে ১৯ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। শেরেবাংলানগর সরকারি বালক ও বালিকা এবং গণভবন উচ্চ বিদ্যালয়ে নেয়া হচ্ছে ২ হাজার টাকা (নেয়ার কথা ৭৬০ টাকা)। সরকারি তালিকা অনুযায়ী ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে প্রথম শ্রেণীতে নেয়া হচ্ছে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। এর বাইরে উন্নয়ন ফি এবং ডোনেশন রয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। একই অবস্থা মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজেও। ওই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেয়া হচ্ছে ১১ হাজার ৮৫০ টাকা। এ ছাড়া বিসিআইসি স্কুল ও কলেজে ১১ হাজার ৬৪০ টাকা, এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজে ১৩ হাজার ৫০ টাকা, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ হাজার, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে ১৬ হাজার ২৯০ টাকা, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৯ হাজার ৯০০ টাকা, মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ হাজার ২৬০ টাকা, বনফুল আদিবাসী গ্রীন হার্ট কলেজে ৮ হাজার ৮৫০ টাকা, কাফরুল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬৫০০ টাকা ইত্যাদি।

দেশে বর্তমানে ২০ হাজারেরও বেশি বেসরকারি বিদ্যালয়সহ ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ৫ হাজারের বেশি মাদ্রাসা থাকলেও হাতেগোনা কিছু মাদ্রাসাও লাগামহীন অর্থ নিচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ করে শহরাঞ্চলের নামি স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে গলাকাটা ফি আদায় করার ঘটনা পুরনো। লাগামহীন অর্থ আদায়ের ব্যাপারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দু'ধরনের যুক্তি দেখিয়ে থাকে। এমপিওভুক্ত (সরকারি অর্থ গ্রহণ) বিদ্যালয়গুলো বলছে, শিক্ষকদের তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকেন, যা সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকরা সরকার থেকেই পেয়ে থাকেন। এ কারণে তাদের বাড়তি অর্থ আদায় করতে হয়। এছাড়া বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন ব্যয় রয়েছে। আর নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, তারা সরকারি নির্দেশনা মানতে বাধ্য নয়। অথচ অভিভাবকরা বলছেন, সরকার যেখানে শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দিচ্ছে, সেখানে সরকার নির্দেশিত ফি'র বেশি গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বেআইনি। এ ব্যাপারে মাউশি'র মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জানান, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুতেই ৫ হাজারের বেশি টাকা নিতে পারবে না। আর নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান দেশের সব আইন মানতে বাধ্য। কেননা তারা এই দেশ আর সরকারের বাইরে নয়। স্বেচ্ছাচারিতা করবে, তা মানা হবে না।